২০২৪ সালের ..... আইন

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ রহিতক্রমে উহার বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগদানের লক্ষ্যে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করা সমীচীন এবং যেহেতু বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১ নং আইন) রহিতক্রমে উহার বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-

(১) এই আইন বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ সুপারিশ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

(৩) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অন্য আইন বা বিধানাবলীতে যাহাই থাকুক না কেন এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) “অধিদপ্তর” অর্থ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর অথবা কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর অথবা মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরকে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো অধিদপ্তরকে বুঝাইবে;

(খ)‘‘কর্তৃপক্ষ” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ সুপারিশ কর্তৃপক্ষ;

(গ) ‘‘চেয়ারম্যান’’ অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(ঘ) “ফি” অর্থ বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ সুপারিশ কর্তৃপক্ষ এর আওতায় আরোপিত ফি;

(ঙ) ‘‘তহবিল’’ অর্থ কর্তৃপক্ষের তহবিল;

(চ) “নির্বাচন” অর্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন;

(ছ) ‘‘নির্বাহী বোর্ড’’ অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষের নির্বাহী বোর্ড;

(জ) “নিয়োগ সুপারিশ” অর্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের শূন্য পদের বিপরীতে মেধার ভিত্তিতে উপযুক্ত নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য সুপারিশকরণ;

(ঝ) ‘‘প্রবিধান’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঞ)‘‘বিধি’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ট) “বিশ্ববিদ্যালয়” অর্থ সরকার কর্তৃক কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়;

(ঠ) “বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান” অর্থ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ অথবা কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ অথবা তাহাদের অধীনস্থ –

(অ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

(১) বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল;

(২) বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল;

(৩) বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ;

(৪) বেসরকারি কলেজ।

(আ) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত –

(১) বেসরকারি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ;

(২) বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট;

(৩) ভোকেশনাল/টেকনিক্যাল কোর্স পরিচালনাকারী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(৪) বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স পরিচালনাকারী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

(ই) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বা মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর হইতে স্বীকৃত প্রাপ্ত-

(১) বেসরকারি দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা;

(২) বেসরকারি সংযুক্ত এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা;

(ঈ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কলেজ।

(উ) ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অন্য কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ফাজিল বা কামিল মাদ্রাসা;

(ড) ‘শিক্ষক’ অর্থ এই আইনের আওতায় নিয়োগ সুপারিশপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক;

(ঢ) ‘শিক্ষা বোর্ড’ অর্থ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড;

(ণ) ‘শূন্য পদ’ অর্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষকের শূন্য পদ;

(ত) "সদস্য" অর্থ নির্বাহী বোর্ডের সদস্য: চেয়ারম্যানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন; এবং

(থ) "সার্বক্ষণিক সদস্য" অর্থ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক সদস্য।

৩। কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা।-

(১) এই আইন বলবৎ হইবার তারিখ হইতে "বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সালের ১নং আইন) এর ৩ (১) ধারা বলে গঠিত "বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ" ইহার জনবল ও কার্যক্রমের ধারবাহিকতাসহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে "বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ সুপারিশ কর্তৃপক্ষ" হিসেবে এমনভাবে বিবেচিত হইবে যেন ইহা এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।-

(১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে;

(২) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। কর্তৃপক্ষের পরিচালনা, ইত্যাদি।-

(১) কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি নির্বাহী বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাহী বোর্ড কর্তৃপক্ষের যে কোনো বা সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে বা কর্তৃপক্ষকে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) নির্বাহী বোর্ড ইহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধানাবলী এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

৬। নির্বাহী বোর্ড গঠন।-

(১) নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে নির্বাহী বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:

(ক) চেয়ারম্যান, (পদাধিকার বলে);

(খ) সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), (পদাধিকার বলে);

(গ) সদস্য (পরীক্ষা ও মূল্যায়ন), (পদাধিকার বলে);

(ঘ) সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), (পদাধিকার বলে);

(ঙ) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, (পদাধিকার বলে);

(চ) মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, (পদাধিকার বলে);

(ছ) মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, (পদাধিকারবলে);

(জ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(ট) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) সরকার কর্তৃক মনোনীত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা একজন অধ্যাপক;

(ড) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের /অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঢ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত উক্ত বোর্ডের সদস্য পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ণ) সভাপতি, বাংলাদেশ আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয়ক কমিটি; এবং

(ত) নির্বাহী পরিচালক, বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ সুপারিশ কর্তৃপক্ষ, যিনি বোর্ডের সদস্য-সচিবও

হইবেন।

(২) উপধারা (১) এর দফা (খ), (গ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক সদস্য হইবেন।

৭। নির্বাহী বোর্ডের সভা।–

(১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নির্বাহী বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) নির্বাহী বোর্ডের সকল সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে নির্বাহী বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান নির্বাহী বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে নির্বাহী বোর্ডের

কোনো সদস্য জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) নির্বাহী বোর্ডের অন্যূন এগারোজন সদস্যের উপস্থিতিতে উহার সভায় কোরাম হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারীর নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে নির্বাহী বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৮। কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী।-কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ:

(ক) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর হইতে শূন্য পদের চাহিদা সংগ্রহ;

(খ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ;

(গ) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শূন্য পদের বিপরীতে মেধা অনুযায়ী উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন;

(ঘ) নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ সুপারিশকরণ;

(ঙ) প্রার্থী নির্বাচন ও নিয়োগ সুপারিশের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও নিয়োগ সুপারিশ ইত্যাদি খাতে ফি নির্ধারণ ও আদায়;

(চ) শিক্ষাকতা পেশার উন্নয়ন এবং গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য সরকারকে পরামর্শ দান;

(ছ) এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করণ;

(জ) বেসকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(ঝ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(ঞ) উপর্যুক্ত কার্যাবলী এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করা;

(ট) বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন; এবং

(ঠ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৯। কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র।—

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ অথবা কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ শিক্ষা বোর্ড অথবা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দেশের সকল বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, মাধ্যমিক সংযুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমপর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভোকেশনাল, টেকনিক্যাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ও দাখিল, আলিম, ফাযিল, কামিল ও সংযুক্ত এবতেদায়ীসহ দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহ এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রভুক্ত হইবে।

১০। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের শর্ত, যোগ্যতা ইত্যাদি।-

(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদে নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা অনুসৃত হইবে; কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ও সুপারিশকৃত প্রার্থীদের তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদসমূহ পূরণ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত এবং নিয়োগ সুপারিশকৃত না হইলে কোনো ব্যক্তি এমপিওভুক্ত কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন না;

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড অথবা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত, প্রত্যয়নকৃত এবং নিয়োগ সুপারিশকৃত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, নতুন কোনো স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা নন-এমপিওভুক্ত পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে না। তবে সরকার উক্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে যে নির্দেশনা অথবা অনুশাসন প্রদান করিবে তাহাই কার্যকর হইবে।

(৩) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের শূন্য পদে নির্বাচন ও নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়স প্রযোজ্য হইবে।

১১। চেয়ারম্যান।—

(১) কর্তৃপক্ষের একজন চেয়ারম্যান থাকিবেন, যিনি নির্বাহী বোর্ডেরও চেয়ারম্যান হইবেন এবং নির্বাহী বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত সচিব বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন কর্মচারী অথবা বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি কলেজের একজন প্রথিতযশা এবং প্রবীণ অধ্যাপক চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরি শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কার্যাবলী সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে, কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যানরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক সদস্য।—

এই আইনের ধারা ৬ এর (২) উপধাধায় বর্ণিত সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে সরকার কর্তৃক যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন জনবল নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরির শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

১৩। জনবল নিয়োগ।—

(১) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দ্যেশ্যে একজন নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে; তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের অনুমোদিত জনবল কাঠামো ব্যাতিরেকে কর্তৃপক্ষ কোনো কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে না।

(২) কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি এবং তাঁহাদের চাকুরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। কমিটি ।-

কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সুস্পষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৫। কর্তৃপক্ষের তহবিল।-

(১) কর্তৃপক্ষের কার্য পরিচালনার জন্য উহার একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের অনুমোদনসহ কোনো বিদেশী সরকার বা সংস্থা বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায়কৃত ফি ও অন্যান্য ফি এবং আয়;

(ছ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ ; এবং

(জ) ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ হইতে প্রাপ্ত সুদ/মুনাফা;

(২) কর্তৃপক্ষের তহবিল বা উহার অংশ বিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৩) উক্ত তহবিলে জমাকৃত অর্থ কর্তৃপক্ষের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোনো তফসিল ব্যাংকে জমা রাখা
হইবে।

(৪) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল রক্ষণ ও উহার অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

১৬। বাজেট।—

কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৭। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।-

(১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার তহবিলের হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার এবং ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে মহা হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, কোনো সদস্য, কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক বা যে কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৮। প্রতিবেদন।-

(১) চেয়ারম্যান প্রতি বৎসর ৩০ শে সেপ্টেম্বর বা তাহার পূর্বে, পূর্ববর্তী ৩০ শে জুনে সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

(২) সরকার প্রয়োজনমত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে কোনো সময় উহার যে কোনো কাজের প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। ঋণ গ্রহণ।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০। চুক্তি।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

২১। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।—

এই আইন বা কোনো বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কাজকর্মের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, কোনো সদস্য, কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক বা কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোনো বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। ক্ষমতা অর্পণ।- কর্তৃপক্ষ সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা তদকর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে চেয়ারম্যান, সদস্য, নির্বাহী পরিচালক বা কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মচারীকে কর্তৃপক্ষের যে কোনো ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

২৫। জনসেবক (Public Servant)।- কর্তৃপক্ষের কর্মচারীগণ তাহাদের দায়িত্ব পালনকালে Penal Code, 1860 (XLV of 1860) এর Section 21 এ Public Servant (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবেন।

২৬। অসুবিধা দূরীকরণ।-এই আইনের কোনো বিধান বাস্তবায়ন করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার উদ্ভব বা কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান আবশ্যক হইলে, উক্তরূপ অসুবিধা দূরীকরণ বা ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে, সরকার, এই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৭। রহিতকরণ ও হেফাজত।—

(১) এই আইন বলবৎ এর তারিখ হইতে "বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ" আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১নং আইন) এতদ্বারা রহিত হইবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আইনের অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) "বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ" কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো মামলা বা গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত যে কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে।

(গ) "বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ" কর্তৃক সম্পাদিত কোনো চুক্তি, দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীনে সম্পাদিত হইয়াছে।

(ঘ) "বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ" এর সকল ঋণ, দায় ও আইনগত বাধ্যবাধকতা এই আইনের বিধান অনুযায়ী সেই একই শর্তে কর্তৃপক্ষের ঋণ, দায় ও আইনগত বাধ্যবাধকতা হিসেবে গণ্য হইবে।

(ঙ) কোনো চুক্তি বা চাকুরির শর্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে "বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ" এর সকল কর্মচারী যে শর্তাধীনে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন, উক্ত কর্মচারী এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে কর্তৃপক্ষের চাকুরিতে নিয়োজিত এবং ক্ষেত্রমতে বহাল থাকিবেন; এবং

(চ) "বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ" এর সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা, তহবিল, স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ অর্থ, ব্যাংকে গচ্ছিত ও সিকিউরিটিসহ তহবিল এবং তদসংশ্লিষ্ট সকল হিসাব, বই, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্রসহ অন্যান্য সকল দলিল দস্তাবেজ এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(৩) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধান, জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ, প্রণীত সকল পরিকল্পনা বা কার্যক্রম এবং অনুমোদিত সকল বাজেট উক্তরূপ রহিতের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে এই আইনের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপুর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীনে প্রণীত, জারিকৃত, প্রদত্ত এবং অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

সোলেমান খান
সচিব